শুকরিয়া

নাঈমা রহমান

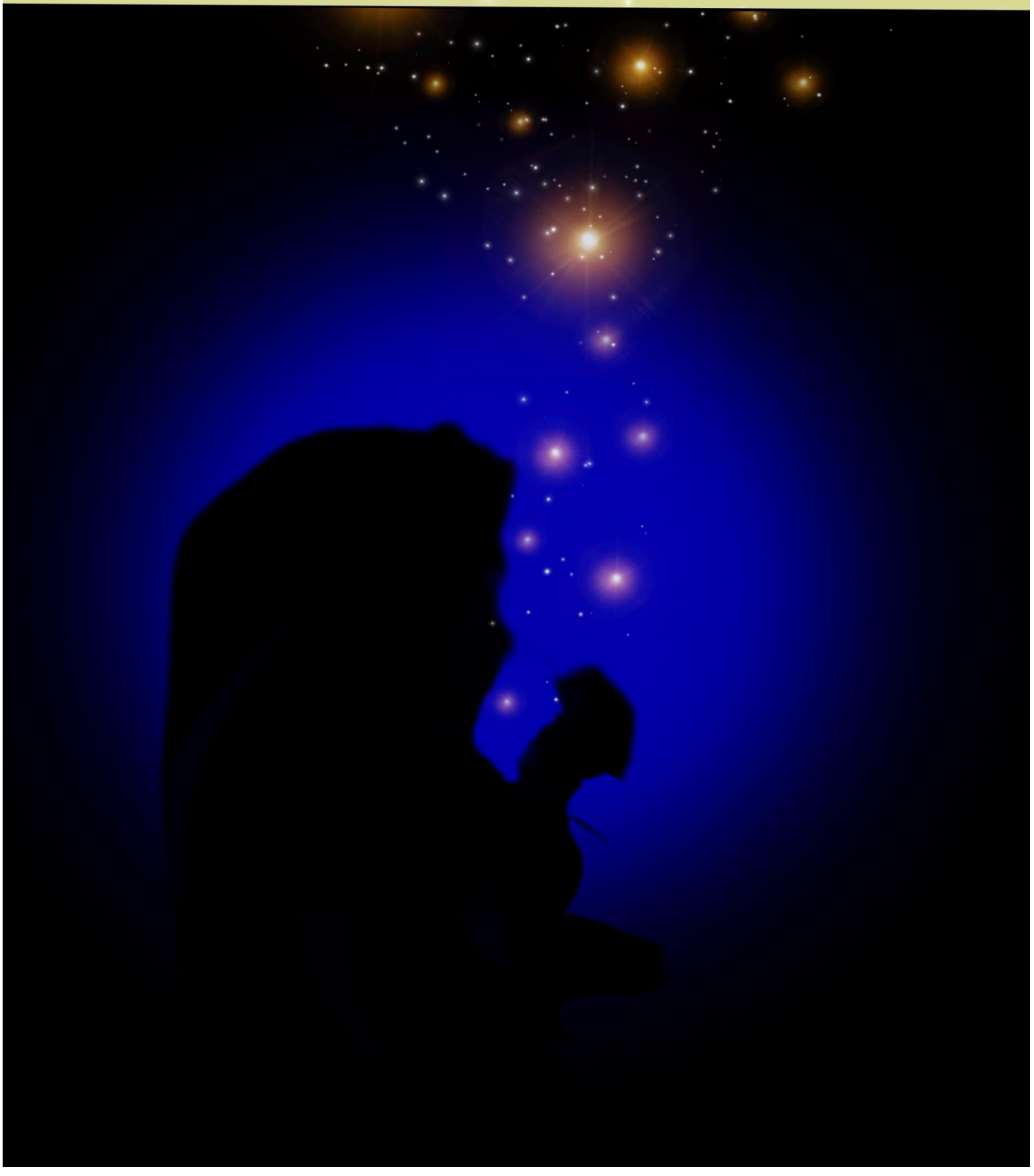

সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা নং**

সন্তানদের কৃতজ্ঞতা: প্রত্যাশা বনাম বাস্তবতা ৩

নুন খাই যার গুণ গাই কি তার? ৫

মানুষের অকৃতজ্ঞতার কারণ..... ৯

আগের নবীদের জীবনে কৃতজ্ঞতা ১৫

রাসূলের (সা) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ.....১৬

আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় এর উপকরিতা ও পুরষ্কার ১৯

অকৃতজ্ঞতার শাস্তি ও পরিণতি.....২২

ইতিহাসের পাতায় অকৃতজ্ঞতার শাস্তি.....২৪

আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায়ের পন্থা ৩১

মানুষের অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায় করা আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতারই অংশ..... ৩৭

শুকরিয়া প্রকাশের দোয়া.....৩৮

সন্তানদের কৃতজ্ঞতা: প্রত্যাশা বনাম বাস্তবতা

কিছুদিন আগের ঘটনা,বৃদ্ধাশ্রম পরিদর্শন করতে গিয়ে এক বৃদ্ধকে খুব অসুস্থ দেখতে পাই। পাশেই একজন ভদ্রলোক- অসুস্থ ব্যক্তির ছেলেকে ফোন দেয়,কিন্তু কোটিপতি বাবার কোটিপতি সন্তানদের সময় কোথায় আজ তাদের বাবার দিকে তাকানোর?ভদ্রলোকটি বৃদ্ধ লোকটির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। কিছুদিনের মধ্যে বৃদ্ধ লোকটি হাজার বেদনার বোঝা নিয়েই হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভদ্রলোকটি বৃদ্ধ লোকটির ছেলেদের ফোন দেয়ার পর, তাঁর অতি আদরের এক ছেলে বলে -আমার গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আছে লাশটি হসপিটালের মর্গে দান করুন।

(তথ্যসুত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ জুলাই, ২০১৭ইং)

ঘটনাটি সত্যিই হৃদয় বিদারক ।যে পিতা সন্তানদের জন্য জীবনভর এত কষ্ট করলেন,তাঁর প্রতি সন্তানের এমন নির্দয় আচরণ-তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কি হতে পারে?আর এ আচরণ আল্লাহর নাফরমানী ও কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। বৃদ্ধ বয়সে বৃদ্ধাশ্রমে প্রেরণ,অযত্ন ,অবহেলা, অত্যাচার তথাকথিত আধুনিক যুগের (!)একটি অতি সাধারন ব্যাপার হলেও কোন বিবেকবান মানুষই কি এই ধরনের অকৃতজ্ঞতা মানতে পারে?

সন্তানের জন্য বাবা- মা আল্লাহর দেয়া অশেষ নেয়ামতের অন্যতম। তাদের ভালোবাসা, আমাদের মানুষের মত মানুষ বানানোর প্রচেষ্টা,নিজেদের সর্বোচ্চ ত্যাগ শুধুমাত্র আমাদের জন্য-এসবই দাবি করে বৃদ্ধ বয়সে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার এবং সেবা। এমনকি মহান আল্লাহ তায়ালা সূরা বনী ইসরাইলের ২৩নং আয়াতে বলেছেন তাদের বার্ধক্যে সেবা করতে গিয়ে উহ্ পর্যন্ত বলা যাবে না।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত।রাসূল (সা:)বলেছেন,এক ব্যক্তি রাসূল (সা:) এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন,'হে আল্লাহর রাসূল। আমার সর্বোত্তম ব্যবহারের হকদার কে?' রাসূল(সাঃ) বললেন,'তোমার মা'। লোকটি আবার বলল,' অতঃপর কে'? রাসুল (সাঃ) বললেন,' তোমার মা'। আবার বলল,' অতঃপর কে'?রাসূল (সা:) বললেন,' তোমার মা'। আবার বলল, 'অতঃপর কে'? রাসূল (সা:) বলেন,'অতঃপর তোমার পিতা'। (সহীহ বুখারী:৫৫১৪)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা:)হতে বর্ণিত। রাসূল (সা:) বলেছেন,'বাবার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং বাবার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি। ' (জামে আত তিরমিজি: ১৮১৯)

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা:)বলেছেন, 'নাক ধূলিমলিন হোক। আবারো নাক ধূলিমলিন হোক। আবারও নাক ধূলিমলিন হোক'। জিজ্ঞেস করা হল, 'কোন ব্যক্তির হে আল্লাহর রাসূল?'তিনি বললেন,' যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেল অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না। '(মুসলিম:৬৪০৪)

কিন্তু বর্তমানের অবস্থা যেন বিপরীত! সন্তানের জন্য বাবা মায়ের ত্যাগ সত্যিই অসাধারণ। কিন্তু আমাদের প্রতি মহান আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত আরো বিস্তৃত। আমরা পিতা-মাতারা কি আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করি সঠিকভাবে -যে আমরা আমাদের সন্তানদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা আশা করব??

নুন খাই যার গুণ গাই কি তার?

একজন হাপানী রোগীকে দেখলে অথবা তাকে প্রশ্ন করলেই বুঝা যায় নিঃশ্বাসের গুরুত্ব কত বেশি।সারে তিন লিটার অক্সিজেন সিলিন্ডারের দাম আঠারো হাজার টাকা (তথ্যসূত্র:কালের কন্ঠ,১৭ জুলাই ২০২১ ইং)।অথচ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ নিয়ামত অবিরত দিয়ে যাচ্ছেন কোনরকম বিনিময় ছাড়াই-তা কি আমরা অনুধাবন করি?

আপনি হয়তো বেড়াতে গিয়েছেন সাগরে। ঝড়ের কবলে পড়ে হয়তো আটকে গেছেন কোথাও। সাথে নেয়া খাবার-পানিও শেষ। এ মুহুর্তে অনুধাবন করা যায় পানির মূল্য কত বেশি? আবার প্রচন্ড গরমে সিয়াম পালন করলেও পানির গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার অপার নেয়ামতের মধ্যে অন্যতম এই পানি আল্লাহ তায়ালা আমাদের দিয়ে যাচ্ছেন অবিরত কোন বিনিময় ছাড়াই।

আপনি হয়তো বিশাল দশতলা বিল্ডিং এর মালিক। একজন সন্ত্রাসী নাকে ও মুখে super glu লাগিয়ে যদি হুমকি দিয়ে বলে -আপনাকে হয় তাকে বাড়ি লিখে দিতে হবে নয়তোবা মৃত্যু। তাহলে আপনি কি করবেন?

অথবা যদি এমন হয়, আপনি আপনার বন্ধুসহ বেড়াতে গিয়েছেন মরুভূমিতে। পথ হারিয়ে ফেলায় আপনার খাবার ও পানি শেষ। আপনার বন্ধুর নিকট তখনও রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমান খাবার ও পানি। এই মুহূর্তে যদি আপনার বন্ধু আপনার দশতলা বিল্ডিং এর বিনিমেয় কিছু পানি আপনাকে দিতে চায় তখনই বা আপনি কি করবেন? জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এমন কঠিন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক ভাবেই আপনি আপনার আজীবনের তিল তিল করে গড়ে তোলা অতি প্রিয় বাড়িটির মায়া ত্যাগ করতেও কুন্ঠা বোধ করবেন না।

আসলেই এ পার্থিব জীবনের সম্পদগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অফুরন্ত নেয়ামত এর কাছে খুবই নগণ্য। যে সৃষ্টিকর্তা এত করুণাময় ,কোন বিনিময় ছাড়াই এ সকল নিয়ামত আমাদের অবিরত দিয়ে

যাচ্ছেন- তাঁর কি আমরা শুকরিয়া আদায় করি? তাইতো মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন, ‘হে নবী! ওদের বলো, আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন, সেইসাথে দিয়েছেন বিচারবুদ্ধি, অন্তঃকরণ। অথচ তোমাদের শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতার প্রকাশ খুবই কম। [সূরা মূলক ২৩]'

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন -

'তোমরা যে পানি পান করো, সে-সম্পর্কে কি তোমরা কখনো চিন্তা করেছ? তোমরা কি মেঘমালা থেকে পানি নামিয়ে আনো, না আমি পানিবর্ষণ করি? আমি তো ইচ্ছা করলে নোনা বা তেতো পানি বর্ষণ করতে পারি। তাহলে কেন তোমরা শুকরিয়া আদায় করবে না? '[সূরা ওয়াকিয়া ৬৮-৭০]

বাবা-মা আমাদের অনেক ভালবাসেন, ত্যাগ করেন ঠিক;কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার দয়া,ভালোবাসা কি তার চাইতে বেশী নয়?স্বয়ং বাবা মায়ের মত নেয়ামত ও তো আল্লাহ তায়ালার দেয়া নেয়ামতের একটি অংশ; কিন্তু কোথায় আজ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা? আল্লাহ তায়ালার দয়ার তুলনায় বাবা মায়ের দয়া অনেক নগণ্য নয় কি? আমরা বাবা-মায়েরা ক'জনই বা আল্লাহ তায়ালার সঠিক শুকরিয়া আদায় করি এবং এর হক সঠিকভাবে আদায় করি? তাহলে কি করেই বা আমরা বাবা-মায়েরা আশা করি সন্তানদের কাছ থেকে যে- তারা তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ উত্তম আচরণ করবে? আসলে যে মানুষেরা দয়ার আধার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শুকরিয়া আদায় করেনা -তাদের কাছ থেকে কি করে আমরা আশা করি যে, তারা বাবা-মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবে?

রিজিকের উত্তম ফয়সালা ও আল্লাহ তায়ালার অপার নেয়ামতের অন্যতম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পানির নিচের প্রতিটি প্রাণী থেকে শুরু করে মাটির উপরের প্রতিটি অণু-পরমাণুর রিজিকের সঠিক

ফয়সালা করেছেন, কোন প্রকার বিনিময় প্রদান ছাড়াই। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর বর্তায় না এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেন না,কোথায় সে (প্রাণী) থাকে এবং কোথায় তাকে (প্রাণী) সোপর্দ করা হয়।সবকিছুই একটি পরিষ্কার কিতাবে লেখা আছে?' (হুদ:৬)

মানুষ ছাড়া কোন প্রাণী খাদ্য সংরক্ষন করে না অথচ সকল প্রাণী সকালে খালি পেটে বের হয় আর তারা নীড়ে সন্ধ্যায় ফিরে ভরাপেটে!

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কত জীব জানোয়ার আছে যারা নিজেদের জীবিকা বহন করেনা; অথচ আল্লাহ তাদেরকে জীবিকা দেন.....(সূরা আনকাবুত:৬০)।'

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত।তিনি নবী কারীম (সা) কে বলতে শুনেছেন, 'তোমরা যদি সত্যিকারভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করো তবে তিনি পাখিদের মতোই তোমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। (পাখিরা) সকালে খালি পেটে বেরিয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।' (আহমাদ:আওয়ালু মুসনাদে ওমর-২০০)

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী নীল তিমি 'ক্রীল' জাতীয় জীব খায়। পূর্ণবয়স্ক একটি নীল তিমি দিনে গড়ে প্রায় আট টন (১ টন=১০০০ কেজি) ক্রীল খেতে পারে।

৬০ থেকে ৭০ বছর বেঁচে থাকা একটি হাতির জন্মের সময় ওজন থাকে ৯০ কেজি। একটি হাতি দৈনিক ৬০০ পাউন্ড (১ পাউন্ড= ০.৪৫৩৬ কেজি) পর্যন্ত খাবার খেতে পারে। এরকম বড় প্রাণী থেকে শুরু করে অণু-পরমাণুর খাদ্যের সুব্যবস্থা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছেন কোন কষ্ট ছাড়াই।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের দিয়েছেন সর্বোত্তম অবয়ব।আমরাই একমাত্র প্রাণী যারা মাথা উঁচু করে খাই আর অন্য সব প্রাণী খায় মাথা নিচু

করে।আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো কাছেই আমরা যাতে মাথা নিচু না করি তাই সর্বোত্তম অবয়বে আল্লাহ তায়ালা আমাদের বানিয়েছেন।

জীবনসঙ্গী-জীবনসঙ্গিনী, সন্তান-সন্ততি ও আল্লাহ তায়ালার অনেক বড় নেয়ামত। কোন কোন জায়গায় আল্লাহ তায়ালা সন্তান-সন্ততিদের পরীক্ষার বিষয় ও ফেতনা বলেছেন, এমনকি শত্রুও বলেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার নেয়ামত হিসেবে যদি আমরা তাদের তৈরি করতে পারি এবং সুন্দর দাম্পত্য জীবন গড়তে পারি তাহলে আমরা আল্লাহর দেয়া নিম্নলিখিত পুরস্কার লাভ করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

‘আর তারা নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও।আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য যারা চিন্তা করে। '(সুরা রুমঃ ২১)

'যারা ঈমান গ্রহণ করেছে এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানসহ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সেসব সন্তানকেও তাদের সাথে জান্নাতে একত্রিত করে দেব। আর তাদের আমলের কোনো ঘাটতি আমি তাদেরকে দেবনা।প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জিত কর্মের হাতে জিম্মি রয়েছে। (সুরা তুর:২১)

'হে আমাদের রব, উপরন্তু তাদেরকে তোমার প্রতিশ্রুত চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও।আর তাদের বাপ,মা, স্ত্রী,সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল।(তাদেরকেও সেখানে তাদের সাথে পৌঁছিয়ে দাও)। তুমি নিঃসন্দেহে সর্বশক্তিমান ও মহাকৌশলী।' (সুরা মুমিন:৮)

'তারা নিজেরা তার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদারা ও স্ত্রী-সন্তানদের মধ্য থেকে যারা সৎকর্মশীল হবে তারাও তাদের সাথে সেখানে যাবে। ফেরেশতারা সবদিক থেকে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আসবে। '(সুরা রাদ:২৩)মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করে এমনিতেই ছেড়ে দেননি।তিনি আমাদের সঠিক পথ দেখানোর

জন্য নবী-রাসূল এবং ঐশীগ্রন্থ পাঠিয়েছেন। যেকোনো electric device কিনলে তার user manual পড়তে হয়। কোন কিছু না জেনে বা না পড়ে যদি সেটা অপারেট করা হয়, তবে তা নষ্ট হতে পারে বা যে কোন দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।তাইতো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা নবী-রাসূল এবং ঐশীগ্রন্থ দিয়ে তার অপার রহমতের দ্বার উন্মোচন করেছেন। এর সঠিক অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা যেতে পারি সেই জান্নাতে -যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার এ অগণিত অসংখ্য নিয়ামাতের সুবিধার ভোগের বিপরীতে শুধুমাত্র তার শুকরিয়া আদায় বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনই যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হন।আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন,'প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর নাম দিয়ে শুরু না করলে অসম্পূর্ণ থেকে যায়।'(সুনানে আবু দাউদ)

মানুষের অকৃতজ্ঞতার কারণ

মানুষের কিছু অস্বাভাবিক স্বভাবের মধ্যে একটি হল "অকৃতজ্ঞতা"। মানুষ উপকারীর উপকার মনে রাখেনা। মহান রবের অফুরন্ত নেয়ামতে অবগাহন করছি আমরা অবিরত। তারপরও আমরা বেশিরভাগ মানুষ আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করিনা।যে সকল কারণে মানুষ আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করেনা তা নিচে দেওয়া হলো:

১. প্রাপ্তি বা অনুগ্রহকে অধিকার মনে করা:

মানুষ পেতে পেতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। মানুষ যত পায়, দাতার কাছ থেকে তাদের প্রত্যাশা তত বাড়ে। তাই যে সবসময় বেশী বেশী দেয় বা করে, লোকে ধরেই নেয়, সে আজীবন করবে বা দেবে। মনে করে, সেটা তাদের পাওনা।অনুগ্রহকে অধিকার মনে করে মানুষ। তাই আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আমাদের যত কিছুই দিক না কেন তা আমরা বেশির ভাগ মানুষ অধিকার মনে করি। মহান আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের কারণে তাঁর প্রতি যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এটাই যেন আমরা ভুলে যাই ।তাইতো আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল। কিন্তু (মানুষের) অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ'। (সুরা নমল : ৭৩)।

২.ধৈর্যের অভাব:

আমরা অল্পতেই অস্থির হয়ে যাই এবং ধৈর্যহারা হই ।এ সমস্যাটা আমাদের অকৃতজ্ঞ মানসিকতার জন্য দায়ী।মনে করুন, আপনি ফানটা খেতে চাচ্ছেন।ফ্রিজ খুলে দেখলেন ফ্রিজে দুধ, আপেল জুস, মধু, চকলেট দুধ আছে;কিন্তু ফানটা শেষ।সাথে সাথেই আপনি হয়ত হতাশ হন এবং ধৈর্য্যহারা হয়ে যান । আর বিরক্তিতে আপনার মন ভরে যায়।আর বলতে লাগেন,' আল্লাহ এ কেমন ভাগ্য করলে আমার? যা চাই তা-ই পাইনা।সামান্য ফানটা খেতে চাইলাম,তাও পেলাম না।এ কি পোড়া কপাল আমার.....।'সামান্য একটা বিষয়ে অধৈর্য্য হয়ে যাওয়ার কারণে এমন অকৃতজ্ঞতা দেখাতে আমরা কুন্ঠাবোধ করিনা।কিন্তু ধৈর্য্যহারা না হয়ে আল্লাহ তায়ালা যে আরও চারটি পানীয় দিয়েছেন সেটা নিয়ে যদি সন্তুষ্ট হতে পারতাম তাহলে এমন কথা আমাদের মুখ থেকে বের হতনা।তাইতো আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘যদি আমি মানুষকে আমার দয়া দেখাই এবং পরে (কখনো) এই দয়া থেকে বঞ্চিত থাকে, তখনই সে হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। (সুরা হুদ : ৯)

৩.অতৃপ্ত আত্মা:

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাঁর অফুরন্ত নেয়ামত দিয়ে ঘিরে রেখেছেন কিন্তু আমরা বেশির ভাগ মানুষ তারপরও সেই মহান রবের কৃতজ্ঞতা আদায় করিনা-আমাদের অতৃপ্ত আত্মার জন্য।যেন কোন কিছুই আমাদের প্রশান্ত করেনা।আরো চাই, আরো চাই মানসিকতা

আমাদের মহান রবের কৃতজ্ঞতা থেকে দূরে রাখে।তাইতো আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘আমি তো তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তার মধ্যে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি। তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা আদায় করে থাকো।‘(সুরা আরাফ, আয়াত: ১০)

৪. ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি:

অকৃতজ্ঞ মানুষগুলোর জীবন যতই ভালো যাক না কেনো তারা কখনই খুশি হতে পারেনা। জীবনে যতই প্রাপ্তি আসুক না কেনো তাদের চাহিদার কোনো সীমা থাকে না। তারা সবসময়ই কোনো না কোনো কিছু অর্জনের চেষ্টায় মত্ত। তারা নিজের জীবনকে সবসময় অন্যের সঙ্গে তুলনা করে। ‘অন্যের কি আছে যা আমার নেই’ এই হিংসায় তারা নিমজ্জিত থাকে, তবে ‘আমার যা কিছু অন্যের নেই’ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেনা।তাই সে কৃতজ্ঞ হয় না। ছিঁড়ে যাওয়া জুতার জন্য আফসোস না করে, আল্লাহ তায়ালার দেয়া মহান নেয়ামত (দুইটি পা) যে মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের দিয়েছেন - সে জন্য আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করতে পারেনা অকৃতজ্ঞ মানুষগুলো।

৫. শয়তানের চ্যালেন্জকৃত ফাঁদে পা দেয়া:

অনেক বছর আগে আল্লাহ যখন ইবলিসকে তাঁর সান্নিধ্য থেকে বের করে দিচ্ছিলেন, তখন ইবলিস একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শপথ করেছিল, যা থেকে তার মানুষকে ধ্বংস করার অন্যতম একটি প্রধান পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়-‘(ইবলিস বলল) “আমি মানুষের কাছে আসব: ওদের সামনে থেকে, ওদের পেছন থেকে, ওদের ডান দিক থেকে এবং ওদের বাম দিক থেকে। আপনি দেখবেন ওরা বেশিরভাগই কৃতজ্ঞ না।” [আরাফ:১৭]

ইবলিস অনেক আগেই বলে গিয়েছিল যে, আমরা বেশিরভাগই আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞ হবো না, যার কারণে আমরা দুনিয়া এবং আখিরাতে পস্তাবো। আজকে আমরা আমাদের সে চিরশত্রুর ফাঁদে পা দিয়ে সে চ্যালেন্জকে যেন প্রতিনিয়ত সত্য প্রমাণ করছি।

৬. অপ্রাপ্তিগুলোকে নিয়ে সার্বক্ষণিক আফসোস করাঃ

যখন আমাদের জীবনে কোনো দিকে কিছু কম থাকে এবং আমরা আশেপাশের মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখি-তাদের তো সেটা ঠিকই আছে, তখন প্রশ্ন করা শুরু করি, “তাহলে আমার নেই কেন? আমি কী দোষ করেছি, আল্লাহ কেন আমাকে এসব দেন না? আমি কত দোয়া করি, তারপরও আল্লাহ কেন কবুল করেনা?” কিন্তু আমরা কখনো খুঁজে দেখি না যে, যাদেরকে দেখে আক্ষেপ করছি, তাদর স্বাস্থ্য, সম্পত্তি, সংসার, সন্তান, সঙ্গ, সম্মান, সম্ভ্রম —এই সবগুলোর মধ্যে কোনোদিকে কিছু একটা কম আছে কিনা। আমরা শুধু দেখি: আমার যা নেই বা যা কম আছে, সেটা আর কার কার আছে। যাদের আছে, “ওরা কতই না সুখী। শুধু আমি হচ্ছি পোড়া কপাল।”এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তায়ালাকে বিভিন্ন ভাবে দোষারোপ করতে থাকি। খোঁজ নিলে দেখা যায়, তারাও একই কথা ভাবছে। তাদের যা নেই, সেটা আমার কেন আছে, তা নিয়ে তাদের কত না হা-হুতাশ। আর এ আফসোস থেকেই আল্লাহ তায়ালার প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখাতে আমরা কুন্ঠাবোধ করিনা।

৭.অদৃশ্যকে বিশ্বাস না করে, ইন্দ্রিয়যোগ্য বিষয়কে বিশ্বাস করা:

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর রহমত দিয়ে আমাদের ঘিরে রেখেছেন।বিভিন্ন সময় আল্লাহ তায়ালা বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন।বিপদের সময় মানুষ কায়মনো বাক্যে আল্লাহ তায়ালাকে ডাকে কিন্তু যখন বিপদ থেকে আল্লাহ তায়ালা তাদের বাঁচান,তখন তারা বিভিন্ন জাগতিক উপাদানকে রক্ষাকারী মনে করে শিরক্ এর মত গুনাহ করতেও পিছপা হয়না। অদৃশ্য শক্তিমান আল্লাহ তায়ালা থেকে মুখ ফিরিয়ে তারা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়যোগ্য উপাদানকে নিজেদের ত্রাণকর্তা মনে করে অকপটে শিরক্ করতে থাকে।আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেন,'তোমরা কি লক্ষ্য করো না, তোমাদের রব কি বলেছেন? তিনি বলেছেন আমি আমার বান্দাদের যখনই কোন নেয়ামত দেই

তখনই এ ব্যাপারে তাদের একটি দল অকৃতজ্ঞ হয়েছে তারা বলে নক্ষত্রই এবং নক্ষত্রের কারণে তারা তা প্রাপ্ত হয়েছে। '(মুসলিম ও নাসায়ী)

৮.অজ্ঞতা:

জ্ঞানের চক্ষু দিয়ে স্রষ্টার কারুকাজকে জানার মাত্রা যত বাড়বে, অন্তরের চক্ষু ততো বেশি খুলে যাবে। কথায় বলে, যে অভাগা হীরক আর কাঁচের টুকরার মধ্যে পার্থক্য বুঝে না সে কীভাবে হীরকের যত্ন নেবে? যে মুক্তোকে চিনে না সে কীভাবে পাথরের ভিড় থেকে মুক্তোকে খুঁজে বের করবে? তাই আগে স্রষ্টার করুণাকে জানতে হবে, তারপর স্রষ্টার প্রতি কেন কৃতজ্ঞ হব সেই প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে এবং করুণাময়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্তর থেকে উৎসারিত হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আজ মুসলিম জাতি জ্ঞানচর্চা থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে। আর এ অজ্ঞতার জন্যই আমরা আল্লাহ তায়ালার প্রতি এতটা অকৃতজ্ঞতা দেখাই।

৯. চিন্তাশীল মনের অভাব:

নেপথ্যে ক্রিয়াশীল স্রষ্টার করুণাকে অবলোকন করার মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের প্রতিটি বিন্দুতে স্রষ্টার জ্ঞান, ক্ষমতা, করুণার যে প্রমাণ রয়েছে তাকে বিজ্ঞানমনস্ক মন দিয়ে খুঁজে বের করার মধ্য দিয়ে স্রষ্টাকে চেনা যাবে, জানা যাবে, অনুভব করা যাবে।কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমরা মহান রবের অপরুপ সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করিনা।তাইতো আমরা মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিনা। তাইতো মহান রব বলেন,'হে মানুষ! আল্লাহর কথা শোনো! কারণ তিনি তোমাদেরকে দেখা ও শোনার শক্তি দিয়েছেন, বিচার-বিবেচনা করার জন্যে দিয়েছেন মন (চিন্তা করার শক্তি)। তারপরও তোমরা কত কম শুকরিয়া আদায় করো! তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে আধিপত্য দিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত তোমরা তাঁর কাছেই সমবেত হবে। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই

মৃত্যু ঘটান। রাত ও দিনের আবর্তন তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। এরপরও কি তোমরা তোমাদের সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না? [সূরা মুমিনুন৭৮-৮০]'

১০. সীমালঙ্ঘন করা:

আল্লাহ তায়ালা বলছেন, মানুষ হচ্ছে كنود কানুদ। কানুদ হচ্ছে এমন একজন, যার জন্য ভালো কিছু করা হলেও সে তা স্বীকার করে না। এরা সারাদিন বসে শুধু হিসেব করে তার কত অভাব, কত দুঃখ, কত কিছু পাওয়া হলো না। কিন্তু সে জীবনে কত ভালো কিছু পেয়েছে, সেগুলো নিয়ে ভেবে দেখে না।অল্পতেই তারা অধৈর্য্য হয়ে বিভিন্ন ভাবে সীমালঙ্ঘন করে থাকে।কারো হয়ত বাচ্চা হচ্ছে না, সে মাজারে মানত করা শুরু করে। টেন্ডারের জন্য জ্যোতিষীর কাছে ধর্ণা দেয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে মানুষ মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখায়। তাই মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, '...তোমাদের যা প্রয়োজন তিনি (আল্লাহ) তোমাদের তা দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহর দানকে গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। অকৃতজ্ঞ মানুষ অতিমাত্রায় সীমালঙ্ঘনকারী।' [সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ৩৪]।

আমরা বালয়াম বাউরার ঘটনা জানি। তাকে আল্লাহ তায়ালা এত মর্যাদা দিয়েছিলেন যে,তার সকল দোয়া আল্লাহ তায়ালা কবুল করতেন।কিন্তু আল্লাহ তায়ালার এ মহান নেয়ামতের মর্যাদা সে রক্ষা করতে পারেনি। দুনিয়ার ভোগ বিলাসের লোভ তাকে এত বেশি মত্ত করে যে, সে মুশরিক রাজার বিজয়ের জন্য হযরত ইউসা (আঃ) এর বিরুদ্ধে দোয়া করতেও কুন্ঠাবোধ করেনি।এমনকি(নবীর বিরুদ্ধে মুশরিক রাজাকে সহায়তার জন্য) অশ্লীলতা ছড়ানোর মত ভয়ানক পাপ কাজের বুদ্ধি দিতেও পিছপা হয়নি সে। আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করে দুনিয়াবী লোভে মত্ত হওয়ায় আল্লাহ তায়ালা তার পাপের শাস্তি দেন পৃথিবীতে। তার শরীরের উপরের অংশ কুকুরের মত হয়ে যায় এবং জিহ্বা বেরিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, তার দোয়া আর কবুল হতনা। সেইসাথে পরকালীন শাস্তি তো আছেই।অকৃতজ্ঞতা কতটা সীমালঙ্ঘনের দিকে মানুষকে নিয়ে যায় তা এ ঘটনা থেকেই বোঝা যায়।

আগের নবীদের জীবনে কৃতজ্ঞতা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা পূর্ববর্তী সব নবী-রাসুলের চরিত্রের ভূষণ ছিল।

নুহ (আ.) সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তোমরা তাদের সন্তান, যাদের আমি নুহের সঙ্গে নৌকায় উঠিয়েছিলাম এবং নুহ একজন কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন।’ (সুরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৩)

ইবরাহিম (আ.) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এসেছে, ‘নিশ্চয়ই ইবরাহিম ছিলেন এক সম্প্রদায়ের প্রতীক, সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহরই অনুগত এবং তিনি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহর নিয়ামতের শোকরকারী। আল্লাহ তাকে মানোনীত করেছিলেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন।’ (সুরা নাহল, আয়াত: ১২০-১২১)

আল্লাহ তায়ালা দাউদ (আ.)-কে বলেছিলেন, ‘হে দাউদ-পরিবার, কৃতজ্ঞতা সহকারে কাজ করে যাও। (যদিও) আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ।’ (সুরা সাবা, আয়াত: ১৩)

দাউদ (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি আপনার শুকরিয়া কিভাবে আদায় করব? আমার ভাষাগত ও কর্মগত শুকরিয়া তো আপনারই দান। আল্লাহ তাআলা বলেন, হে দাউদ, এখন তুমি আমার শুকরিয়া আদায় করেছ। কেননা আমার যথাযথ শুকরিয়া আদায়ের ক্ষেত্রে তোমার অক্ষমতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছ এবং মুখে তা স্বীকার করেছ। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

রাসূলের (সা) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

কৃতজ্ঞতা শুধু ঠোঁটে প্রকাশযোগ্য কোনো শব্দ নয়। বরং কৃতজ্ঞতা হলো হৃদয়ের এমন এক অনুভূতি যা আল্লাহর রাসূল (সা) তার জীবনের প্রতিটি কাজ এবং আচরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন।

১.যখন তিনি ঘুম থেকে উঠতেন, তখন বলতেন:

নবী করীম (সাঃ) যখন ঘুম থেকে উঠতেন তখন আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করতে এভাবে বলতেন -

النُّشُوْرُ وَإِلَيْهِ أَمَاتَنَا مَا بَعْدَ أَحْيَانَا الَّذِىْ لِلَّهِ الْحَمْدُ

সমস্ত প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা আল্লাহর, যিনি পুনরায় আমার আত্মা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমার শরীরকে সুস্থ রেখেছেন এবং তাঁকে স্মরণ করার তাওফিক দিয়েছেন।

২.খাওয়া শেষে তিনি বলতেন:

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) যখন খাদ্য গ্রহণ করতেন তখন বলতেন,لاَ مِمَّنْ فَكَمْ وَآوَانَا وَكَفَانَا وَسَقَانَا أَطْعَمَنَا الَّذِى لِلَّهِ الْحَمْدُ مُئْوِىَ وَلاَ لَهُ كَافِىَ- ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে খেতে দিয়েছেন, আমাদেরকে পান করতে দিয়েছেন, আমাদের অভাব পূরণ করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। কত মানুষ তো এমন আছে যাদের কোন অভাব পূরণকারী নেই এবং আশ্রয়দাতাও নেই’।রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকেও বলেছেন মহান আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ওই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে বান্দা কিছু খেলে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং কিছু পান করলেও আল্লাহর প্রশংসা করে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৭৩৪)

৩.খাবারের খাঞ্চা তুলে নেওয়া হত তখন তিনি বলতেন:

আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সামনে থেকে যখন তাঁর খাবারের খাঞ্চা তুলে নেওয়া হত তখন তিনি বলতেন,رَبَّنَا لِلَّهِ الْحَمْدُ مَرَّةً وَقَالَ مَكْفُوْرٍ وَلاَ ،مَكْفِيٍّ غَيْرَ ،وَأَرْوَانَا كَفَانَا الَّذِىْ لِلَّهِ الْحَمْدُ غَيْرَ ،مَكْفِيٍّ وَلاَ ،مُوَدَّعٍ وَلاَ ،رَبَّنَا مُسْتَغْنًى وَلاَ- 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে যথেষ্ট খাইয়েছেন, আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করেছেন, না এর থেকে বেশী প্রয়োজন আছে, না অকৃতজ্ঞতার কোন কারণ আছে'। তিনি একবার বলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক। সকল প্রশংসা আল্লাহর। এর থেকে না বেশী প্রয়োজন, না এ (খাদ্য-পানীয়) পরিত্যাগযোগ্য, না এর থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা যায়- হে আমাদের রব।

৪. নতুন পোশাক পরিধানের পর তিনি বলতেন:

নতুন পোশাক পরিধান করার পর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করতে এভাবে -

مَا وَشَرِّ شَرِّهِ مِنْ بِكَ وَأَعُوذُ ،لَهُ صُنِعَ مَا وَخَيْرِ خَيْرِهِ مِنْ أَسْأَلُكَ ،كَسَوْتَنِيهِ أَنْتَ الْحَمْدُ لَكَ اللَّهُمَّ لَهُ صُنِعَ».অর্থ: "হে আল্লাহ্! সব প্রশংসা আপনারই জন্য। আপনিই আমাকে এ পোশাক পরিয়েছেন। আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ ও এটি যে উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করি। আর আমি এর অনিষ্ট এবং এটি যে জন্য তৈরি করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই।' (আবু দাউদ, মিশকাত)

৫.যখন তিনি ভ্রমণ থেকে ফিরতেন, তখন বলতেন:

آيِبُونَ تَائِبُونَ ,عَابِدُونَ ,لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

(عنه الله رضي انس عن والنسائي مسلم رواه /صحيح حديث)

অর্থ: আমরা (এখন সফর হইতে) প্রত্যাবর্তন করিতেছি তাওবা করিতে করিতে ইবাদতরত অবস্থায় এবং রবের প্রশংসা করিতে করিতে।

৬.সাইয়িদুল ইস্তিগফার দোয়ায় বলতেন:

সাইয়িদুল ইস্তিগফার নামক দোয়ায় রাসুল (সাঃ)বলতেন عَلَىَّ بِنِعْمَتِكَ لَكَ أَبُوْءُ بِذَنْبِى وَأَبُوْءُ- 'হে আল্লাহ! আমাকে আপনি যে নেয়ামত দিয়েছেন তা আমি স্বীকার করছি এবং আপনার নিকট আমার গুনাহও স্বীকার করছি'।

৫. তাহাজ্জুদ ছালাতের দোয়ায় বলতেন :

তাহাজ্জুদ ছালাতের দোয়ায় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন,اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، نُورُ أَنْتَ فِيهِنَّ وَمَنْ وَالأَرْضِ السَّمَوَاتِ 'হে আল্লাহ! আপনারই সকল প্রশংসা। আপনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর আলো'। وَأَصِيلاً بُكْرَةً اللهِ وَسُبْحَانَ كَثِيرًا لِلَّهِ وَالْحَمْدُ كَبِيرًا أَكْبَرُ اللهُ- 'আল্লাহ সবার চেয়ে অনেক অনেক বড়। অনেক অনেক প্রশংসা আল্লাহর। আমি সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি'।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে (আমার) বিছানা থেকে নিখোঁজ পেলাম। আমি তাঁকে খোঁজ করতে লাগলাম। হঠাৎই মসজিদের মধ্যে তাঁর দু'পায়ের তলায় আমার হাত গিয়ে ঠেকল। পা দু'টো ছিল সিজদারত অবস্থায় খাড়া। আর তিনি মুখে বলছিলেন, اللَّهُمَّ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ بِكَ وَأَعُوْذُ عَلَى أَثْنَيْتَ كَمَا أَنْتَ عَلَيْكَ ثَنَاءً أُحْصِى لاَ مِنْكَ نَفْسِكَ- 'হে আল্লাহ! আমি আপনার ক্রোধ থেকে আপনার সন্তুষ্টির এবং আপনার শাস্তি থেকে আপনার ক্ষমার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার তত প্রশংসা করতে পারি না, যত প্রশংসা আপনি নিজেকে নিজে করেছেন'।রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তার জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার শুকরিয়া আদায় করেছেন। আর আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে সেই মহান সত্তার প্রশংসা করতে হবে যার অবিরাম রহমতের স্রোতধারায় আমরা সিক্ত দিবানিশি।

আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় এর উপকরিতা ও পুরষ্কার

★দুনিয়াবী কল্যাণ:

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞ ব্যক্তি দুনিয়াতে বহুবিধ কল্যাণ লাভ করে।যেমন-

১. কৃতজ্ঞ অন্তর মহান রবের দেয়া শ্রেষ্ঠ নেয়ামত:

কৃতজ্ঞ অন্তর মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার দেয়া শ্রেষ্ঠতম সম্পদগুলোর মধ্যে অন্যতম। একটি হাদিসে এসেছে -

হযরত সাওবান (রাঃ) বলেন, 'যখন এই আয়াত নাজিল হলো(আর যারা সোনা-রূপা সঞ্চয় করে (আয়াতের) শেষ পর্যন্ত। তখন আমরা রাসূল (সা:) এর সাথে এক সফরে ছিলাম। 'তখন তাঁর একজন সাহাবী বলেন , 'এ আয়াত সোনা-রুপা সম্পর্কে নাজিল হলো। আমরা যদি জানতাম কোন সম্পদ উত্তম, তবে তা সঞ্চয় করতাম।' তখন রাসূল সা বলেন,' তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো- আল্লাহর জিকিরকারি রসনা (জিহ্বা), কৃতজ্ঞ অন্তর এবং এমন স্ত্রী যে তার ঈমানের(দ্বীনের) ব্যাপারে তাকে (স্বামী)সাহায্য করে।(মুসনাদে আহমদ, তিরমিজি,ইবনে মাজাহ)

২.শারীরিক ও মানসিক রোগ থেকে বেঁচে থাকা যায়:

Wall Street Journal এর একটি আর্টিকেলে বলা হয়েছে—'যেসব বয়ঃস্ক মানুষ প্রতিনিয়ত কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন: তাদের কর্মস্পৃহা, জীবনসম্বন্ধে তাদের আস্থা, তাদের সামাজিক মেলামেশা, এবং তাদের সুখানুভূতি কৃতজ্ঞতাবোধহীনদের তুলনায় অনেক অনেক বেশি হয়ে থাকে –প্রায় এক যুগ গবেষণার ফল থেকে এটি জানা গেছে। এদের মধ্যে হতাশা, ঈর্ষা, লোভ অথবা মদ্যপানে আসক্তি আসার সম্ভাবনা কম। এরা অপেক্ষাকৃত বেশি আয় করে থাকে, এরা গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ে, এরা

নিয়মিত ব্যায়াম করার সুযোগ পায় এবং ভাইরাসজনিত রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও এদের বেশি।'

৩.প্রশান্ত ও সুখী জীবন লাভ:

একজন শোকরগোজার মানুষের দৃষ্টি সবসময় 'কী আছে', সেদিকে। ফলে তার শক্তি, ক্ষমতা আর জীবন-উপকরণ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ সজাগ ও সচেতন। জীবনের যেকোনো পর্যায় থেকে তিনি শুরু করতে পারেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি হয়ে ওঠেন কর্মোদ্যমী ও সফল। তার সাফল্যের আনন্দ-অনুরণনই তাকে যাবতীয় কষ্ট দুঃখ বিষন্নতা ও স্ট্রেস থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। প্রশান্ত অন্তর নিয়ে সুখী জীবনের পথে তিনি পায়ে পায়ে এগিয়ে যান।

৪.মহান রব তাঁর নেয়ামত বাড়িয়ে দেবেন:

মহান আল্লাহ তায়ালা চান তাঁর দেয়া অফুরন্ত নেয়ামতের বিনিময়ে তাঁর বান্দারা শুকরিয়া আদায় করবে। আর এতে মহান রব আরও খুশি হয়ে তাঁর নেয়ামত বাড়িয়ে দেবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয়ই আমার আজাব বড় কঠিন।' (সুরা ইবরাহিম, আয়াত: ৭)

★ পরকালীন কল্যাণ

১. দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ:

আল্লাহ তায়ালা শোকরগোজার ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হন এবং তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণের দ্বার উন্মোচন করেন।আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-'আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি এই মর্মে যে,

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যানের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, (তার স্মরণ রাখা উচিত) আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।' (সুরা লোকমান: আয়াত ১২)

২. মহান রব স্মরণ করবেন তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদেরঃ

দেশের কোন সেলিব্রেটি যদি তার কোন ভক্তকে স্মরণ করে কোন স্ট্যাটাস দেয়, তাহলে সে ভক্ত নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করে। নিজ পরিচিত সার্কেলে সে এটা ফলাও করে ছড়াতে থাকে।আনন্দের আতিশায্যে ফেসবুক,লাইকি, ইন্সট্রাগামে পোস্ট করতে থাকে।আল্লাহ তায়ালার যে বান্দা মহান রবের প্রতি কৃতজ্ঞ তার জন্য আরও বড় খুশির সংবাদ এই যে, বিশ্ব জাহানের অধিপতি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের স্মরণ করেন।সুবহানাল্লাহ!!!

কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে – আমাকে মনে করো, আমিও তোমাদেরকে মনে করবো। আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না। [আল-বাক্বারাহ ১৫২]

৩.মহান রবের কাছে উত্তম প্রতিদান পাওয়া যায়:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার অফুরন্ত নেয়ামত এর বদৌলতে যদি তাঁর বান্দারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তবে মহান রব তাদেরকে এর সর্বোত্তম প্রতিদান দান করবেন আখিরাতে।আল্লাহ তায়ালা বলেন, '...শিগগিরই আল্লাহ শোকর আদায়কারীদের প্রতিদান দেবেন।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪৪)

৪.কৃতজ্ঞতা প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য:

একজন প্রকৃত মুমিন সবসময়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার শুকরিয়া আদায় করে এমনকি যে কোন বিপদ তার উপর পতিত হলেও সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে ধৈর্য ধারণ করে।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন, তোমার পরবর্তীতে আমি এক উম্মত পাঠাব, কাঙ্খিত কোনো বিষয় যদি তাদের হাসিল হয় তাহলে তারা আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং শুকরিয়া আদায় করবে, আর যদি অনাকাঙ্খিত কোনো কিছু তাদের পেয়ে বসে তাহলে তারা সওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করবে। -(মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৭৫৪৫)

আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের শুকরিয়া শুধু মুমিনরাই আদায় করে । শুকরিয়া আদায় করার যোগ্যতা যেন আল্লাহ তায়ালা আমাদের দেন এজন্য আমাদেরকে আল্লাহতায়ালার কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

অকৃতজ্ঞতার শাস্তি ও পরিণতি

মানুষ আল্লাহ তায়ালার অবারিত অনুগ্রহ লাভ করার পরও অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তায়ালা অনেক কষ্ট পান। তখন তার জন্য রয়েছে আল্লাহর কাছ থেকে সমূহ বঞ্চনা, শাস্তি এবং গজব।যেমন–

১.আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়া :

আল্লাহ তায়ালার অশেষ নিয়ামত ভোগ করার পরও যদি তাঁর বান্দারা তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় না করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁর ভালোবাসা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেন।যার ঘোষণা কুরআনে এসেছে এভাবে-

‘আল্লাহ বিশ্বাসীদের রক্ষা করেন। তিনি কোনো বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে ভালোবাসেন না। [সূরা হজ্জ-৩৮]’

‘তোমরা (মানুষেরা) অকৃতজ্ঞ হলে জেনে রাখো, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতাকে পছন্দ করেন না। [সূরা জুমার-৭]‘

২. দুনিয়াতে কঠিন শাস্তি পাওয়া:

আল্লাহ তায়ালা আমাদের অকৃতজ্ঞতার শাস্তি হিসেবে দুনিয়ায় লাঞ্ছিত করবেন এবং কঠিন আযাব দান করবেন যার জ্বলন্ত উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় সাক্ষী হয়ে আছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয়ই আমার আজাব বড় কঠিন।’ (সুরা ইবরাহিম, আয়াত:৭)

৩.আখেরাতে কঠিন শাস্তি পাওয়া:

মহান আল্লাহ তায়ালা অকৃতজ্ঞদের শেকলের বেড়ি ও লেলিহান আগুনের শিখার মাধ্যমে মেহমানদারী করবেন!!!!

‘আমি অকৃতজ্ঞ ছাড়া আর কাউকে শাস্তি দিই না। [সূরা সাবা, আয়াত ১৭]‘

'আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শেকল বেড়ি এবং লেলিহান আগুনের শিখা।' [সুরা দাহর:৩]

৪.অকৃতজ্ঞতা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ:

মহান প্রভু পৃথিবীতে আমাদেরকে ঘুড়ির মত ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি পরীক্ষা করছেন -আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি কিনা। অকৃতজ্ঞদের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন।মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,’অকৃতজ্ঞ অবস্থায় তুমি কিছুকাল জীবন উপভোগ করে নাও, তুমি হবে একজন জাহান্নামী। (সুরা জুমার: ৮)’

৫.শারীরিক ও মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়া:

না-শুকরিয়ার পরিণতিতে অশান্তি, হতাশা, অতৃপ্ত অন্তর,হিংসার উৎপত্তি,খিটখিটে মেজাজ ,অস্থিরতা বিষন্নতাসহ নানাবিধ মানসিক সমস্যা মানুষের জীবনকে নানা দিক থেকে আঁকড়ে ধরে। জীবন একসময় হয়ে ওঠে দুঃসহ, ক্লান্তিকর এবং রোগগ্রস্ত। স্বাভাবিকভাবেই এর প্রভাব পড়ে হৃদযন্ত্রেও।যার পরিণতিতে হার্ট অ্যাটাক সহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার উদ্ভব হয়।

তাই একটি সুস্থ সুন্দর ও আনন্দময় জীবনের জন্যে চাই শুকরিয়া ও ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি। শুকরিয়া আমাদের জীবন থেকে নেতিবাচকতার বিষবৃক্ষটিকে সমূলে উৎপাটিত করে, চিরতরে দূর করে অশান্তির সমস্ত জঞ্জাল।

ইতিহাসের পাতায় অকৃতজ্ঞতার শাস্তি

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তাঁর অফুরন্ত নেয়ামতের বিনিময়ে শুধু আমাদের কৃতজ্ঞতা চান।কিন্তু ইতিহাসের পাতায় যুগে যুগে আমরা দেখি অকৃতজ্ঞতার সয়লাব, সেই সাথে তাদের উপর আসা দুনিয়াবী শাস্তি।দুঃখজনক হলেও সত্য, ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেয়াটাই যেন নতুন এক ইতিহাস!!!

বনী ইসরাইল এর অকৃতজ্ঞতা ও ময়দানে তীহ:

মিশরের বাদশাহ ফেরাউনের সেনাবাহিনীর ধাওয়া খেয়ে, হযরত মুসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায় বনি ইসরাইলকে সঙ্গে নিয়ে নীলনদের তীরে পৌঁছান। সামনে অথৈ জলরাশি, পেছনে ফেরাউন বাহিনী। এমন অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশে হযরত মুসা (আঃ) তাঁর কুদরতি লাঠির আঘাতে দুদিকে পানি সরিয়ে দিয়ে নির্বিঘ্নে নীলনদ পার হয়ে মাদায়েন

নামক স্থানে উপস্থিত হন। এরপর আল্লাহ তায়ালার প্রত্যাদেশ পেয়ে হযরত মুসা (আঃ) সিরিয়ায় ধর্ম প্রচারের জন্য প্রথমে ১২ জন শিষ্যকে সেখানে পাঠান। তারা উজ বিন ওনোক নামের এক দৈত্যাকার পাহলোয়ানকে দেখে ভীত হয়ে সেখান থেকে ফিরে আসেন। সাধারণ মানুষের কাছে এ সংবাদ প্রচার হয়ে গেলে তারা মুসার (আঃ) সিদ্ধান্তের বিপক্ষে চলে যায়। কিন্তু ওই ১২জন শিষ্যের মধ্যে ইউশা এবং কাবুত নামের ২জন শিষ্য হযরত মুসার (আঃ) স্বপক্ষে রয়ে যান। হযরত মুসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায় বনি ইসরাইলকে সিরিয়া অভিযানের কথা ব্যক্ত করলে তারা তা অমান্য করে দলে দলে মিশরের দিকে রওনা দেয়ার প্রস্তুতি নেয়। অগত্যা হযরত মুসা (আঃ) তাঁর মাত্র দুজন সঙ্গীকে নিয়ে সিরিয়ায় চলে যান এবং পাহলোয়ান উজকে পরাজিত করে সেখানে নিজের আধিপত্য কায়েম করেন।

ওদিকে বনি ইসরাইল মিশর অভিমুখে যাত্রা করলে দিনভর চলার পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে তারা দেখে যে স্থান থেকে তারা সকালে যাত্রা করেছিলো আবার সেই স্থানেই ফিরে এসেছে। এভাবে একই অবস্থায় বহুদিন গত হয়ে যায়। ফলে অনাহার-অর্ধাহারে বহু লোক মৃত্যুবরণ করে। এই জায়গাটির নাম ছিলো ‘তীহ প্রান্তর’। পরে তারা বুঝতে পারে হযরত মুসার (আঃ) অবমাননা ও তাঁর বদ-দোয়ার কারণেই তাদের এই করুণ পরিণতি!

ইতিমধ্যে হযরত মুসা (আঃ) সিরিয়া থেকে ‘তীহ’ প্রান্তরে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর সম্প্রদায়ের দুর্দশা দেখে তাদের উদ্দেশে বললেন,– তোমরা এখন নির্ভয়ে সিরিয়ায় গিয়ে বসবাস করতে পারো। বনি ইসরাইল জানালো তারা বহু চেষ্টা করেও ‘তীহ’ প্রান্তর ছেড়ে যেতে পারেনি। অন্যত্র যাবার জন্য রওনা দিয়েছে কিন্তু বারবার ওই একই জায়গায় ফিরে এসেছে। এরপর হযরত মুসা (আঃ) তাদেরকে নিয়ে পথ চলা শুরু করলেন। কিন্তু আবারো দেখা গেলো ঘুরে ফিরে ওই একই জায়গায় ফিরে আসছেন। এর মোজেজা কী জানার জন্য হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বললেনঃ’ হে মুসা, ভবিষ্যতে তোমার ওই সম্প্রদায়ের জন্য আমার কাছে কোনো সুপারিশ করবে না।

আমার অবাধ্যতার শাস্তি আমি ওদের এই 'তীহ' প্রান্তরেই ভোগ করাতে থাকবো।'এরপর সেই বিয়াবান ময়দানে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বহু লোক মৃত্যুবরণ করতে লাগলো। নিজ সম্প্রদায় বনি ইসরাইলের এমন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে না পেরে হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর কাছে করুণভাবে মোনাজাত করতে লাগলেন। অনেক তাফসিরকারকের ভাষ্যমতেঃ হযরত মুসার (আঃ) দোয়ায় সাড়া দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 'তীহ' প্রান্তরে বনি ইসরাইলের জন্য দুই প্রকার খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিলেন– 'মান্না' এবং 'সালওয়া'। মান্না হলো—বরফের মতো ঠাণ্ডা মিষ্টি খাবার। আর সালওয়া হলো—একপ্রকার ছোটো ছোটো পাখি। এসব খাবার আসমান থেকে পতিত হতো। এগুলোর বিশেষত্ব হলো, রান্না করে খাবার প্রয়োজন হতো না। আর পানির সমস্যার সমাধান হয়ে যায় হযরত মুসার (আঃ) লাঠির আঘাতে পাহাড়ের গায়ে ঝরনা সৃষ্টি হওয়ার মধ্য দিয়ে। এভাবে ১২টি ঝরনা থেকে প্রবাহিত পানি দিয়ে ১২টি বনি ইসরাইল গোত্রের পানির অভাব পূরণ হয়ে যায়।

এরপর হযরত মুসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেনঃ তোমরা প্রত্যেকে মান্না-সালওয়া সংগ্রহ করে যেদিনেরটা সেদিনই খাবে, আগামীকালের জন্য জমা করে রাখবে না। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর তারা লোভের বশবর্তী হয়ে নিত্যদিনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার জমানো শুরু করলো। ফলে আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে এসব খাদ্যবস্তু পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। এতে করে বনি ইসরাইলের পূর্বের মতো খাদ্য-সংকট দেখা দিলো। হযরত মুসা (আঃ) তাঁর নির্দেশ অমান্য করায় তাদের তিরস্কার করতে লাগলেন। তারা তখন বলতে লাগলো, "হে মুসা (আঃ), তুমি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য মরিচ, পেঁয়াজসহ মসলাযুক্ত খাবারের ব্যবস্থা করে দাও। কারণ প্রতিদিন একইরকম খাবার গ্রহণের ফলে ওতে আমাদের অরুচি এসে গেছে।"

অতঃপর হযরত মুসা (আঃ) পুনরায় তাদের অনুরূপ খাদ্যের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে জবাব আসেঃ 'হে মুসা, তোমার সম্প্রদায় যদি তাদের মনমতো খাবার চায় তবে যেন তাদের নিকটবর্তী অন্য কোনো শহরে চলে যায়'। এরপর

বনি ইসরাইল তীহ প্রান্তর ছেড়ে অন্যত্র রওনা দিতে উদ্যত হয়। কিন্তু বনি ইসরাইলের অকৃতজ্ঞতার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে দুনিয়ায় লাঞ্চিত করলেন। তাই অনেক চেষ্টার পরও তারা তীহ প্রান্তর ত্যাগ করতে পারলো না।এভাবে ক্রমাগত ৪০ বছর ধরে বনি ইসরাইল সেখানে থেকে অনাহার, অর্ধাহারে তিলে তিলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এদের মধ্যে যেসব শিশু সেখানে জন্মেছিলো একমাত্র তারাই জীবিত ছিলো। এই অবস্থায় হযরত মুসা (আঃ) ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে তাঁর শিষ্য হযরত ইউশা (আঃ) সত্যধর্ম প্রচার করেন। বনি ইসরাইলের জীবিতদের মধ্যে কিছু সিরিয়া এবং কিছুসংখ্যক মিশরে গমন করেন। পরবর্তীতে সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

নবীর নির্দেশ অমান্য করা ও আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করার কারণে দুনিয়ায় তাদের লাঞ্চিত তো হতেই হয়েছে আর পরোকালীন শাস্তি তো আছেই।

হযরত মুসা (আ) ও তিন ব্যক্তিঃ

হযরত মুসা (আ) একদিন তুর পাহাড়ে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার সাথে কথা বলতে যাচ্ছিলেন।পথে দুই জন পুরুষ এবং একজন মহিলার সাথে তাঁর দেখা হয়।

প্রথম ব্যক্তি অনেক ধনী ছিলেন। সে তার সম্পদের কারণে ঠিক মত আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত করতে পারত না।তাই হযরত মুসা (আ) কে তিনি বললেন, হযরত মুসা (আ) যেন আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এমন কোন উপায় জেনে আসেন যাতে তার সম্পদ কমে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসে। হযরত মুসা (আ)তাকে আশ্বস্ত করে সেখান থেকে বিদায় নেন।

কিছুদূর আসার পর তাঁর সাথে একজন দরিদ্র মহিলার সাথে দেখা হয়, যার একটি জীর্ণশীর্ণ কুটির ছাড়া আর কোন কিছুই ছিল না।সে মহিলা হযরত মুসা (আ) কে বললেন, তিনি যাতে তার এই দারিদ্র্য থেকে বাঁচার কোন উপায় আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে জেনে নেন। হযরত মুসা (আ) তাঁর নিবেদন আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর আশ্বাস দিয়ে সামনে অগ্রসর হন।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাঁর সাথে হাত পা কাটা, হাড্ডীসার দেহবিশিষ্ট এক জন ব্যক্তির সাথে দেখা হয় যার অবস্থা সেই দরিদ্র মহিলার চেয়েও ভয়ানক। লোকটির মাথায় চুল নেই।চোখ যেন গর্তের ভেতর ঢুকে আছে।লোকটি হযরত মুসা (আ) এর কাছে আবেদন করেন যাতে, তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছে জানতে চান-তাকে (অসহায় লোকটিকে) এ অবস্থায় রাখার কোন উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালার আছে কিনা যদিও আল্লাহ তায়ালার প্রতি কোন আক্ষেপ তার নেই।

হযরত মুসা (আ) তাঁর নিবেদন আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর আশ্বাস দিয়ে তুর পাহাড়ে যান।তুর পাহাড়ে আল্লাহ তায়ালার সাথে কথা বলার পর তিন ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আল্লাহ তায়ালা ধনী ব্যক্তির নিবেদন এর প্রেক্ষিতে তাকে আল্লাহ তায়ালার দেয়া নেয়ামতের প্রতি নাশুকরী বা অকৃতজ্ঞ হতে বললেন - এতে আল্লাহ তায়ালা তার সম্পদ কমিয়ে দেবেন।দরিদ্র মহিলার নিবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে আল্লাহ তায়ালা যা দিয়েছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে বললেন। এতে কিছুদিনের মধ্যে তার অবস্থার পরিবর্তন হবে বলে জানালেন।অসহায় পঙ্গু ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা বলতে বললেন, জাহান্নামের দেয়ালে থাকা ছিদ্র ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে বন্ধ করা হবে, তাই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

হযরত মুসা (আ) এর কাজ শেষ হওয়ার পর ফেরার পথে প্রথমে তাঁর সাথে দেখা হয় পঙ্গু লোকটির সাথে। তিনি তাকে বললেন :' ভাই তোমার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার কাছে জানতে চেয়েছি।কিন্তু যে উত্তর পেয়েছি তা মোটেও আনন্দের না।দোজখের দেয়ালে নাকি একটি ছিদ্র আছে তা বন্ধ করার জন্যই নাকি তোমাকে তৈরি করা হয়েছে।' হযরত মুসা (আ) এর কথা শুনে লোকটি আনন্দে অশ্রুশিক্ত হয়ে বললো, 'আলহামদুলিল্লাহ, আজ আমি পরম আনন্দিত।আল্লাহ তায়ালা আমাকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি।সকল বাদশাহের বাদশাহ আমার মত নগন্য বান্দাকেও কাজে লাগাবেন।এর চাইতে আনন্দের আর কি আছে? ‘

লোকটির কথা শুনে আল্লাহ তায়ালা অনেক খুশি হলেন। হযরত মুসা (আ) ও খুশি হলেন।আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রতিদান হিসেবে

আল্লাহ তায়ালা তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিলেন।তার হাত পা ঠিক হয়ে গেল। চেহারার উজ্জ্বলতা ফিরে এলো।ক্ষণিকের মধ্যে প্রশস্থ ললাট বিশিষ্ট এক সুদর্শন যুবকে পরিণত হল লোকটি।

সেখান থেকে বিদায় নিয়ে কিছুদূর যেতেই হযরত মুসা (আ) সেই মহিলার দেখা পেলেন। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মুসা (আ) তাকে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করতে বললেন। এতে মহিলা অনেক রাগ হয়ে বলতে লাগল, ' আল্লাহ এটা কি বলল? এটা কি কোন কথা হল? এত কষ্ট করে শুকরিয়া আদায় করব কেন? তিনি আমাকে এমন কি নেয়ামত দিয়েছেন যে, তার শুকরিয়া আদায় করব? আপনার কথা আর শুনতে চাইনা।আপনি এখন আসতে পারেন।' মহিলার কথা শুনে হযরত মুসা (আ) খুব কষ্ট পেলেন। আল্লাহ তায়ালা মহিলাটিকে থাকার জন্য একটা জায়গা তো দিয়েছেন। ঠান্ডা পানি পান করার তাওফিক দান করেছেন আল্লাহ তায়ালা। হাত,পা, নাক, মুখ এ সব নিয়ামত দিয়েছেন।এসব নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করা উচিত ছিল তার। হযরত মুসা (আ)এসব ভাবছিলেন আর মহিলাটির কি পরিণতি হবে তা নিয়ে শংকিত হচ্ছিলেন।এমন চিন্তার মধ্যে হঠাৎ করে দমকা হাওয়া এসে মহিলাটির কুটির বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায়। অকৃতজ্ঞতার শাস্তি সে সাথে সাথে পেল।নিজের ভুল বুঝতে পেরে মহিলাটি তখন আফসোস করতে লাগল, আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করলে, আল্লাহ তায়ালা তার শেষ সম্বলটুকুও কেড়ে নিতেন না।

হযরত মুসা (আ) আরও কিছুদূর গেলে সেই ধনী ব্যক্তির সাথে তার দেখা হয়। হযরত মুসা (আ) তাকে বললেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে বলেছেন, তবেই তার সম্পদ কমে যাবে।লোকটি তখন বলল,'এ কি করে সম্ভব, যে মহান রব আমাকে এত নিয়ামত দান করেছেন তাঁর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব? এ তো ধারণার বাইরে। ' এর ফলে আল্লাহ তায়ালা তার সম্পদ আরও বাড়িয়ে দিলেন।

(সূত্রঃ মাওলানা মুহাম্মদ মফিজুল ইসলাম:অশ্রুভেজা কাহিণী)

বনী ইসরাইল এর তিন ব্যক্তির ঘটনা:

আমরা সেই বিখ্যাত কাহিণী সবাই জানি।বনী ইসরাইল এর সেই তিন ব্যক্তি -কুষ্ঠ রোগী, টাক মাথাওয়ালা ও অন্ধ ব্যক্তির ঘটনা। আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করায় টাকওয়ালা ও কুষ্ঠ রোগীকে দেয়া সকল নেয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছিলেন আল্লাহ তায়ালা ।যা তাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনের জন্যই ক্ষতির কারণ হয়।আর অন্ধ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করায় মহান রব তাকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনে করেছেন সম্মানিত।

বাগান মালিকের ঘটনা:

আল্লাহ তায়ালার প্রতি অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি অহংকারী হয়।তার এ অহংকার তাকে সীমালঙ্ঘনের দিকে নিয়ে যায়। ফলে আল্লাহ তায়ালার আযাব তাকে গ্রাস করে। সুরা কাহাফে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বাগান মালিকের ঘটনার মাধ্যমে তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতার শাস্তি খুব সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন -

'আপনি তাদের কাছে দু ব্যক্তির উদাহরণ বর্ণনা করুন। আমি তাদের একজনকে দুটি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছি এবং এ দু'টিকে খেজুর গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছি এবং দু এর মাঝখানে করেছি শস্যক্ষেত্র।উভয় বাগানই ফলদান করে এবং তা থেকে কিছুই হ্রাস করত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমি নহর প্রবাহিত করেছি।সে খুব লাভবান হয়েছিল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সঙ্গীকে বললঃ আমার ধন-সম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী।নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বললঃ আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে।এবং আমি মনে করি না যে, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট কিছু পাব।তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বললঃ তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর পূর্নাঙ্গ করেছেন তোমাকে

মানবাকৃতিতে?কিন্তু আমি তো একথাই বলি, আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরীক মানি না।

যদি তুমি আমাকে ধনে ও সন্তানে তোমার চাইতে কম দেখ, তবে যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন একথা কেন বললে না; আল্লাহ যা চান, তাই হয়। আল্লাহর দয়া ব্যতীত কোন শক্তি নেই।আশাকরি আমার পালকর্তা আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তার (তোমার বাগানের) উপর আসমান থেকে কোন আপদ পাঠাবেন ফলে তা বৃক্ষ-লতাহীন কোন প্রান্তরে পরিণত হবে। অথবা সকালে তার পানি শুকিয়ে যাবে। অতঃপর তুমি তা তালাশ করে আনতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত তার সব ফসল ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্য সকালে হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল। বাগনটি কাঠসহ পুড়ে গিয়েছিল। সে বলতে লাগলঃ হায়, আমি যদি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম।আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোক হল না এবং সে নিজেও প্রতিকার করতে পারল না।এরূপ ক্ষেত্রে সব অধিকার সত্য আল্লাহর। তারই পুরস্কার উত্তম এবং তারই প্রদত্ত প্রতিদান শ্রেষ্ঠ। '(সুরা কাহাফ ৩২-৪৪)

এরকম ইতিহাসের পাতায় অকৃতজ্ঞতার পরিণাম সাক্ষী হয়ে আছে যুগে যুগে। কিন্তু আফসোসের ব্যাপার এই যে, ইতিহাস সাক্ষী দেয়-মানুষ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়না!!!

আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায়ের পন্থা

আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত গুলোর জন্য আমাদের উচিত সব সময় তার শুকরিয়া আদায় করা।যে মহান রবের এতটা রহমতের ধারায় আমরা সিক্ত অবিরত, তার প্রতি কিভাবে আমরা শুকরিয়া আদায় করতে পারি তাও জানা দরকার।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার শুকরিয়া আমরা তিন ভাবে আদায় করতে পারি।

১. মুখের শুকরিয়া

২. অন্তরের শুকরিয়া

৩. শারীরিক ক্ষমতার শুকরিয়া।

একঃ মুখের শুকরিয়া আদায়ের উপায়ঃ

মুখের শুকরিয়া আদায়ের উপায় হলো -

১.আল্লাহর নেয়ামত মুখে স্বীকার করা।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ওই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে বান্দা কিছু খেলে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং কিছু পান করলেও আল্লাহর প্রশংসা করে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৭৩৪)

২.নিজের জিহ্বাকে আল্লাহর প্রশংসায় নিয়োজিত রাখা।

ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহর নেয়ামতের কথা পরস্পরকে স্মরণ করিয়ে দাও,কারণ সেগুলো আলোচনা করাও হলো শুকরিয়া আদায় করা।'

দুইঃ অন্তরের শুকরিয়া আদায়ের উপায়:

অন্তরের শুকরিয়া আদায়ের উপায় হল-

১.আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ পূর্ণ গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করা।

২.দ্বিধাহীনচিত্তে স্বীকার করা যে, আল্লাহর কোন শরীক নেই।

অনেকে মুখে আলহামদুলিল্লাহ বলে;কিন্তু তার অন্তরের সাথে মুখে উচ্চরিত দোয়ার কোন সংযোগ না থাকে। এই দোয়া আসলে মুখের ব্যায়াম ছাড়া কিছুনা।

তিনঃ শারীরিক ক্ষমতা শুকরিয়া আদায়ের উপায়:

শারীরিক ক্ষমতা শুকরিয়া আদায়ের উপায় হল-

১. নিষ্ঠা সহকারে ফরজ ইবাদত পালন করা। যেমন:

★ সালাত কায়েম করা

★যাকাত দান করা

★সিয়াম পালন করা

★ কুরবানী বা সেক্রিফাইস করা, শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যে যা -

#সময়

#জ্ঞান

সম্পদ

#সামর্থের

সর্বোত্তম কোরবানির মাধ্যমে করা যায়।

সূরা আল কাওসার এ আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা) কে নিরন্তর কল্যাণের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি তাকে কাউসার দানের ঘোষণা দিয়েছেন। এই মহান নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আল্লাহ তায়ালা রাসুল (সা)কে সালাত আদায় ও কুরবানীর নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা রাসূল (সা) এর উম্মত। সুতরাং আমরাও হাউজে কাউসার এর অংশীদার। তাই আমাদের দায়িত্ব হল এ মহা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যে সালাত আদায় এবং সময়, জ্ঞান, সম্পদ ও সামর্থের সর্বোত্তম কোরবানি করতে হবে।

২.নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচানো।

আবু হারুন বলেন, হঠাৎ আবু হাজিম এর সাথে আমার দেখা হলো। আমি বললাম, 'আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুন, চোখের শুকরিয়া

কি?' তিনি বললেন, 'আপনি তাদের অর্থাৎ দুচোখের মাধ্যমে ভালো কিছু দেখলে তা প্রকাশ করুন এবং তাদের মাধ্যমে মন্দ কিছু দেখলে তা গোপন রাখুন। 'আমি বললাম,'কানের শুকরিয়া কি? 'তিনি বললেন, 'আপনি তাদের অর্থাৎ দু কানের মাধ্যমে ভালো কিছু শুনলে তা মনে রাখবেন এবং তাদের মাধ্যমে মন্দ কিছু শুনলে তা ভুলে যাবেন। '

৩.আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ থেকে নিজেকে বাঁচানো।

আমরা এমন কোন কথা বা কাজ করবনা যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ হয়।এটাও শারীরিক ক্ষমতার শুকরিয়া আদায় এর একটি উপায়।

৪.ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি নফল ইবাদতে মনোযোগী হওয়া।

যেমন-

★ নফল সালাত:

মুগীরাহ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতে নামাজ আদায় করতে করতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর পা ফুলে যেত।তাকে বলা হল, আপনি কেন এত কষ্ট করছেন? অথচ আপনার পূর্বের ও পরের সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে? [এ কথা শুনে] তিনি (রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন,'আমি কি কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী বান্দা হবোনা?'(বুখারী:১২১৮, মুসলিম: ২৮১৯)

★ নফল রোযা:

নফল রোযার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার প্রতি শারীরিক শুকরিয়া আদায় করা যায়।

নবী (সাঃ) কর্তৃক আশুরার রোজা রাখা ও এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামকে উৎসাহিত করার কারণ হচ্ছে বুখারির বর্ণিত হাদিস (১৮৬৫)। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "নবী (সা:) (যখন মদিনায় এলেন তখন দেখলেন ইহুদিরা আশুরার দিন রোজা রাখে। তখন তিনি

বললেন: কেন তোমরা রোজা রাখ? তারা বলল: এটি উত্তম দিন। এদিনে আল্লাহ বনি ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করেছেন; তাই মুসা (আঃ) (আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরুপ) এদিনে রোজা রাখতেন। তখন নবী (সাঃ) বললেন: তোমাদের চেয়ে আমি মুসার অধিক নিকটবর্তী। ফলে তিনি এ দিন রোজা রাখলেন এবং অন্যদেরকেও রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন।" (বুখারী : ১৮৬৫)

★<u>আল্লাহ তায়ালাকে সিজদা দেয়া:</u>

শোকরের সিজদাও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোকরের আওতাভুক্ত।

আবু বাকরাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন আনন্দের ব্যাপার সংঘটিত হলে অথবা কোন ব্যাপার তাকে খুশি করলে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে সিজদায় নুয়ে পড়তেন।'(সুনানে আবু দাউদ:২৭৭৪, তিরমিজি : ১৫৮৪)

৫.আল্লাহর নেয়ামত ব্যবহার করে আল্লাহর আনুগত্য করতে সাহায্য করা:

আল্লাহ তায়ালা আমাদের যেসকল নিয়ামত দিয়েছেন তা ব্যবহার করে, আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করতে অন্যদের সহযোগিতা করাও আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম যা-

-দ্বীনের দাওয়াত

- দান-সদকা

- ভাল কাজের আদেশ

-অসৎ কাজের নিষেধ সহ বিভিন্ন উপায়ে করা যায়।

আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেন,' প্রত্যহ যাতে সূর্য উদয় হয় (অর্থাৎ প্রতিদিন) মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয় একটি করে সাদকাহ রয়েছে । (আর সাদকাহ শুধু মাল খরচকেই বলেনা বরং)দুজন মানুষের মাঝে তোমার মিমাংসা করে দেওয়াটাও একটা

সাদকা,কোন মানুষকে নিজ সওয়ারীর ওপর বসানো অথবা তার ওপর তার সামান উঠিয়ে নিয়ে সাহায্য করাও সাদকাহ,ভালো কথা বলা সাদকাহ,নামাজের জন্য কৃত প্রতিটি পদক্ষেপ সাদকাহ,রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভূত করাও সাদকাহ।' (বুখারী ২৯৮৯)

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসুল (সাঃ) বলেন,'আদম সন্তানের মধ্যে প্রত্যেক মানুষকে ৩৬০টি গ্রন্থির উপর সৃষ্টি করা হয়েছে।(আর প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয় একটি করে সাদকাহ রয়েছে ।)সুতরাং যে ব্যক্তি 'আল্লাহু আকবার' বলল,'আলহামদু-লিল্লাহ ' বলল,'সুবহানাল্লাহ ' বলল,'আস্তাগফিরুল্লহ' বলল,মানুষ চলার রাস্তা থেকে পাথর,কাঁটা অথবা হাড় সরাল কিংবা ভালো কাজের আদেশ করল অথবা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করল,(এবং সব মিলে ৩৬০ টি পুণ্যকর্ম করল),সে ঐদিন এমন অবস্থায় সন্ধ্যা করল যে,সে নিজেকে জাহান্নাম এর আগুন থেকে দূর করে নিল।(মুসলিম ২৩৭৭)

৬. দৈহিক শ্রমদান:

দৈহিক শ্রমদানও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোকরের মধ্যে পড়ে। যেমন বাদশাহ যুলকারনাইন প্রাচীর বানানোর কৌশল সম্বন্ধে অজ্ঞ একটি মানবগোষ্ঠীর জন্য নিজ পরিশ্রমে প্রাচীর বানিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তারা তাদের শত্রু ইয়াজূজ-মাজুজের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

আবু হাজেম আল জাহিদ বলেন,'যে ব্যক্তি তার জিহ্বা দিয়ে শুকরিয়া আদায় করে কিন্তু বাকি শারীরিক ক্ষমতা দিয়ে করেনা তার অবস্থা ঐ লোকের মতো যার একটা আলখাল্লা বা পোশাক আছে কিন্তু সে তা গায়ে না দিয়ে হাতে নিয়ে বেড়ায় ফলে শীতে, গরমে, তুষারে বা বৃষ্টিতে এই আলখাল্লা তার কোনো উপকারে আসে না। ‘

স্রষ্টার প্রতি উচ্চারিত বা অনুভূত কৃতজ্ঞতা তখনই রস সিঞ্চন করে ঝরণার মতো গতিময় ছন্দে প্রবাহিত হবে যখন আমরা মহান প্রভুর প্রতি কেন কৃতজ্ঞ হব তা-মগজ দিয়ে জানতে, বুঝতে ও হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে সক্ষম হব।

মানুষের অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায় করা আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতারই অংশ

মানুষের উপকার করা বা মানুষের কাছ থেকে উপকৃত হওয়া সামাজিক জীবনের স্বাভাবিক বিষয়। মানুষের উপকার করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে ইসলামে। অনুরূপভাবে প্রয়োজন হলে অন্য কারও কাছ থেকে উপকার গ্রহণেও নিষেধ নেই। কেউ কখনও উপকার করলে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একটি উত্তম আমল। এটি রাসুল (সা.)-এর অন্যতম একটি শিক্ষা।

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন,'যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা সে আল্লাহ তায়ালার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।অথবা যে মানুষের প্রতি অকৃতজ্ঞ সে আল্লাহর প্রতিও অকৃতজ্ঞ। '(সুনানে আবু দাউদ: ৪৮১১)

কোন ব্যক্তিকে কেউ কিছু দান করলে তার প্রতিদানে কি করতে হবে তা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের শিখিয়েছেন।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন,কাউকে কিছু দান করা হলে সে যেন সামর্থ্য থাকলে তার প্রতিদান দেয়।যদি সেই সামর্থ্য না থাকে তবে সে যেন তার প্রশংসা করে। সে তার প্রশংসা করলে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করলো।আর যে ব্যক্তি তা গোপন রাখল সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।(সুনানে আবু দাউদ :৪৮১৩)

জাবের (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন,'যে ব্যক্তিকে কোন উপহার দেয়া হয় সে ব্যক্তির উচিত, দেওয়ার মত কিছু পেলে তা দিয়ে তার প্রতিদান দেয়া।দেয়ার মত কিছু না পেলে দাতার প্রশংসা করা উচিত। কারণ যে ব্যক্তি (দাতার) প্রশংসা করে, সে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করে দেয়।যে ব্যক্তি উপহার গোপন করে(প্রতিদান দেয়না বা শুকরিয়া আদায় করেনা) সে কৃতঘ্নতা (বা না শোকরি) করে।আর যে ব্যক্তি এমন কিছু প্রকাশ করে যে তাকে কিছু দেয়া হয়নি,সে ব্যক্তি দুটি মিথ্যা লেবাস পরিধানকারীর মত।' (তিরমিজি ২০৩৪, আবু দাউদ ৪৮১৩)

ইবনে জায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কাউকে অনুগ্রহ করা হলে সে যদি অনুগ্রহকারীকে বলে 'জাযাকাল্লাহু খইরান', অর্থাৎ, 'আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন', তাহলে সে উপযুক্ত ও পরিপূর্ণ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।' (তিরমিজি: ২০৩৫)

মানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এভাবে জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও কী করণীয় তা অপূর্বভাবে আমাদের শিখিয়েছেন।কতইনা উত্তম শিক্ষক তিনি!

শুকরিয়া প্রকাশের দোয়া

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার নেয়ামত লাভের জন্য নামাজের পাশাপাশি তাঁর শুকরিয়া আদায়ের দোয়া করার বিষয়টিও উঠে এসেছে কুরআনে। হজরত সুলাইমান (আ:) পিপীলিকার কথা শুনে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে দোয়া করেন। যা আল্লাহ তায়ালার অনেক পছন্দ হয়ে যায়। আর আল্লাহ তায়ালা শুকরিয়া জ্ঞাপনের এ দোয়া উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য কুরআনুল কারিমে তুলে ধরেন। তাহলো-
تَرْضَاهُ صَالِحًا أَعْمَلَ وَأَنْ وَالِدَيَّ وَعَلَى عَلَيَّ أَنْعَمْتَ الَّتِي نِعْمَتَكَ أَشْكُرَ أَنْ أَوْزِعْنِي رَبِّ الصَّالِحِينَ عِبَادِكَ فِي بِرَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنِي অর্থ : 'হে আমার প্রভু! আমাকে ও আমার পিতামাতাকে যে নিয়ামত তুমি দান করেছ তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি দান কর। আর আমি যাতে তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।' (সুরা নামল: আয়াত ১৯)

হজরত আব্দুল্লাহ বিন গান্নাম (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে একথা বলে যে-'হে আল্লাহ! আমি সব কল্যাণ তোমার পক্ষ থেকেই লাভ করেছি। তোমার কোনো অংশীদার নেই। সব প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা তোমারই জন্য (এভাবে কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করে); যেন সে সারাদিনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দায়িত্ব পালন করল। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ দোয়া করে সেও তার রাতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনও সম্পন্ন করল।' (আবু দাউদ)

হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছ থেকে এই দোয়া শিখেছি-اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أُعْظِمُ شُكْرَكَ، وَأُكْثِرُ ذِكْرَكَ، وَأَتْبَعُ نَصِيحَتَكَ، وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ.অর্থ: 'হে আমার আল্লাহ! তুমি আমাকে সত্যিকার অর্থে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তোমার স্মরণে অনেক বেশি রত থাকা, তোমার আদেশ অনুযায়ী চলার এবং তোমার বিধি-নিষেধ মেনে চলার তাওফিক দান কর।'হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি বিরাহমহীনভাবে এই দোয়া করি।' (তিরমিজি)

প্রিয় নবীজী (সাঃ) একদিন তাঁর প্রিয় সাহাবী মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ)এর হাত ধরে বললেন, 'মুয়াজ! আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে ভালোবাসি। সাহাবী মুআয (রা:)-ও তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'আমার মা-বাবা আপনার জন্যে উৎসর্গিত হোক! আল্লাহর কসম, আমিও আপনাকে ভালোবাসি।' এভাবে ভালোবাসার কথা মনে করিয়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'মুয়াজ! আমি তোমাকে বলছি, কখনোই নামাযের পরে এ দুআটি পড়তে ভুল করো না-

اللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ .

হে আল্লাহ! আপনার জিকির, আপনার কৃতজ্ঞতা ও শোকর আদায় এবং সুন্দর করে আপনার ইবাদত করতে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। - (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২১১৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫২৪)

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আমাদের শোকরগুজারী বান্দা হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

সমাপ্ত